[redacted]

[redacted]

আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক মিল্টন কুমার সাহার সঞ্চালনায় এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার, আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন, কার্পাসডাঙ্গা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ হামিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবীর, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর, দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সভাপতি শামসুজোহা পলাশ, সহ-সভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসান, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নিলিমা আক্তার হ্যাপি, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, সমবায় কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ, একাডেমিক সুপারভাইজার রাফিজুল ইসলাম, ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন মাস্টার আব্দুল মান্নান, উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ, ধর্মীয় উপাসনালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সুধী সমাজের নেতৃবৃন্দ, রোভার স্কাউটের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

দামুড়হুদা ন্যায় বিচার পেতে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় ন্যায় বিচার পেতে সংবাদ সম্মেলন করেছে রবিউল ইসলাম বাবলু’র পরিবার। আজ সোমবার (৯ ডিসেম্বর) সকাল ১১ টার সময় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন রবিউল ইসলাম বাবলু’র ছোট ছেলে মোঃ মাসুম হোসেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কলোনী পাড়ার মোঃ আবুল কাশেম এর ছেলে মোঃ রবিউল ইসলাম বাবলু বিগত অনুমান ০২ বছর পূর্বে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অন্তর্গত উক্ত নতুন পাড়ার মোঃ আমির বিশ্বাস এর ছেলে মোঃ জাকির (৪২) এর কাছ থেকে দামুড়হুদা থানাধীন পরানপুর গ্রামস্থ মাঠে ১৪,০০,০০০/- (চৌদ্দ লক্ষ) টাকার বিনিময়ে ০৫ বিঘা পেঁপে বাগানসহ জমি লীজ গ্রহণ করে।

টাকা ফেরত প্রদান করলে সে তার জমি ফেরত নিবে মর্মে অঙ্গিকার করে স্ট্যাম্পে লিখত করে দেন। কিন্তু হঠাৎ করে দুর্বৃত্ত জাকির চুক্তিনামা থেকে আরও ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা বেশি দাবী করছে। আমার পিতা দিতে অস্বীকৃত জানালে দুর্বৃত্ত জাকির সহ অজ্ঞাতনামা ১৪/১৫ জন দুর্বৃত্তরা আমাদের সামনে বলে টাকা না দিলে পেঁপে বাগান কেটে দেবো এবং বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লোকজনের নিকট বলে বেড়ায় পেঁপে বাগান কেটে দেবো। এরই ধারাবাহিকভায় গত ইং ১১/০৬/২০২৩ তারিখ ভোর অনুমান সাড়ে ৬ টার দিকে আমার পিতা উক্ত পেঁপে বাগানে গেলে দেখতে পাই যে ০৪ বিঘা পেঁপে গাছ সব দুর্বৃত্তরা কেটে দিয়েছে। আমাদের পেঁপে গাছগুলিতে ধরন্ত ফল ছিল। এমতাবস্থায় আমরা খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারি ভোরবেলা মর্নিং ওয়ার্ক করা বেশ কয়েকজন স্বাক্ষী দেখেছে দূর্বৃত্ত জাকির সহ অজ্ঞাতনামা ১৪/১৫ জন দুর্বৃত্তরা পেঁপে বাগান কেটে হাতে হাসুয়া নিয়ে চলে যাচ্ছে। তখন স্বাক্ষীদের মাধ্যমে জানতে পারি জাকির সহ অজ্ঞাতনামারা ফসল নষ্ট করে এই জঘন্যতম কাজ করেছে।

ইহাতে আমাদের প্রায় আনুমানিক- ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকার ক্ষয়-ক্ষতি হইয়াছে। ঘটনার পর স্থানীয় পত্র পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ হলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল এসপি) জাকিয়া সুলতানা ও দামুড়হুদা মডেল থানার তখনকার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি সাইফুল ইসলাম ঘটনার তদন্ত করে এর সত্যতা পায়। তখনকার আওয়ামী লীগের এমপি টগরের প্রভাব খাটিয়ে দূর্বৃত্ত জাকির হোসেন তখন পার পেয়ে যায়। তখন থেকেই জমি আমারা দখলে রেখে চাষাবাদ করছি। এই ঘটনা জাকিরের শ্বশুর জমির আসল মালিক দর্শনা মল্লিক পাড়ার (বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা মল্লিক পড়ায় বসবাসরত) মৃত শামছাদী মুহুরীর ছেলে মোঃ ছাবদার হোসেন এবং জাকিরের স্ত্রী ও ছাবদার হোসেনের মেয়ে মোছাঃ নিলুফা ইয়াসমিন সহ তাদের পড়িবারের সবাই সবকিছুই জানতো। সে সময় জমির মালিক ছাবদার হোসেন উক্ত জমি তার একমাত্র জামাই জাকির কে চাষাবাদের জন্য দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ০৩-০৯-২০২২ ইং তারিখে জাকির আমার পিতার কাছে উক্ত জমি বন্ধক দেয়। দীর্ঘ দিন জমির টাকা ফেরত না দেওয়ার কারনে মৌখিক ভাবে জানিয়ে নতুন করে ৩১/১০/২০২৪ ইং তারিখে দামুড়হুদা উপজেলাধীন পরানপুর গ্রামের ঝড়ু মন্ডলের ছেলে মিন্টু ও রহমান এবং কাবিল হোসেনের ছেলে ইস্তা দেনাকে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকায় ভূট্টা চাষ করার জন্য লীজ প্রদান করি। কিন্তু জাকির ও তার শশুর ছাবদার উক্ত জমির বিষয়ে নিজের স্ত্রী ও মেয়ে মোছাঃ নিলুফা ইয়াসমিন কে দিয়ে গত ০২/১১/২০২৪ ইং তারিখে চুয়াডাঙ্গায় একটি সংবাদ সম্মেলন করেন ঐ জমিতে নাকি জোর পূর্বক

ভুট্টার চাষ হচ্ছে।

যা সম্পূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। আমাদের টাকা ফেরত না দেওয়ার পায়তারায় লিপ্ত হয়েছে জাকির ও তার শ্বশুর। তারা চাই আমাদের ১৪ লক্ষ টাকা ফেরত না দিয়ে মিথ্যা তথ্য দিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে টাকা বাদেই জমি ফেরত নিতে। মাসুম তার বক্তব্যে আরও বলেন, টাকা ফেরত না দিয়ে একের পর এক মিথ্যা অপপ্রচার মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে আমার পিতাকে শারিরীক ভাবে অসুস্থ করে তুলেছে। আমি সাংবাদিক মহলের মাধ্যমে বলতে চাই, আমার পিতার লীজ নেওয়া জমির ১৪ লক্ষ টাকা ফেরত দিয়ে জাকির বা তার শ্বশুর তাদের জমি বুঝে নেন। আমরা আর তার জমি লীজে রাখতে চাইনা, টাকা ফেরত দিয়ে জমি ফেরত নেন। কারন আমরা যখন জমি লীজ নিই তখন সব বিষয়ে তার শ্বশুর এবং তাদের পরিবারের মানুষ জানতো। তা সত্ত্বেও তারা মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ তুলে আমার পিতা আমার পরিবারের সদস্যসহ আত্মীয়-স্বজনদেরকে সমাজের মানুষের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করছে।

কাগজপত্র দেখে সঠিকভাবে যেন বিষয়টির সঠিক সমাধান হয় সেজন্য আমি সাংবাদিকদের মাধ্যমে প্রশাসনের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

আলমডাঙ্গায় ট্রাক-বাইসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষে শ্রমিকের প্রাণহানি

আলমডাঙ্গা উপজেলার আসমানখালীতে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে খবির উদ্দিন (৪৫) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন।

আজ রোববার দুপুর দেড়টার দিকে উপজেলার গাংনী ইউনিয়নের আসমানখালি বাজারের অদূরে বন্দর মোড়ে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত খবির উদ্দিন আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা ইউনিয়নের বড় হাপানিয়া গ্রামের দক্ষিনপাড়ার মৃত. ইউসুফ আলীর ছেলে। তিনি পেশায় শ্রমিক ছিলেন এবং তিন সন্তানের জনক ছিলেন।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) মাসুদুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ট্রাকের চাপায় ঘটনাস্থলেই খবির উদ্দিন নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। নিহতের পরিবার ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ট্রাকের চালকের আসনে হেলপার হুসাইন ছিল। বন্দর মোড়ে পৌছালে পিছন বাইসাইকেলকে ধাক্কা দিলে ট্রাকের চাকার পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই খবির উদ্দিন মারা যায়। এ ঘটনার পর স্থানীয়রা ট্রাকটি আটক করেছে।

চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের ২ নং ওয়ার্ডের (ইউপি) সদস্য আইনাল বলেন, নিহত খবির সম্পর্কে আমার চাচা। তিনি সড়ক দূর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন বলে শুনেছি। ব্যক্তিগত কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে এ দূর্ঘটনা ঘটেছে।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি মাসুদুর রহমান জানান, লাশ উদ্ধার করে পোস্ট মর্টেম রিপোর্টের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। নিহতের পরিবার মামলা করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গায় কালু’র হোটেলকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা রেলবাজারে অবস্থিত সুনামধন্য কালুর হোটেলকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। কর্মচারীরা টয়লেট শেষে হাত না ধুয়েই খাবার তৈরি করা, যত্রতত্র নোংরা ও মাছিতে ভরপুর মেঝেতে রান্না করা ও বিভিন্ন রেডি খাবার খোলা অবস্থায় রাখাসহ বিভিন্ন অপরাধে কালুর হোটেলকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন জেলা টাস্কফোর্স কমিটি ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ রোববার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা শহরের রেলবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করা হয়।

অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ জানান, অভিযানে মেসার্স কালু হোটেল নামক প্রতিষ্ঠানে আগে সতর্ক করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও আজ তদারকিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও প্রক্রিয়ায় খাবার তৈরির প্রমাণ পাওয়া যায়। হোটেলের স্যানিটারি লাইসেন্স না থাকা, কর্মচারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সনদ না থাকা ও স্বাস্থ্যবিধি না মানা, নোংরা জিনিসের পাশে রেডি খাবার উন্মুক্ত রাখা পাওয়া যায়।

এছাড়া কর্মচারীরা টয়লেট শেষে হাত না ধুয়েই খাবার তৈরি করছেন। যত্রতত্র নোংরা ও মাছিতে ভরপুর মেঝেতে রান্না করা ও বিভিন্ন রেডি খাবার খোলা অবস্থায় রাখা হয়েছে। অস্বাস্থ্যকরভাবে খাবার পণ্য তৈরি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিক্রির অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক শহিদুল ইসলাম কালুকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এসময় পুনরায় তাকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাবার তৈরির বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতায় জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সজীব পাল, ছাত্র প্রতিনিধি মুশফিকুর রহিম, ক্যাব প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম ও ওয়ারেন্ট অফিসার মাসুদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চৌকস টিম।

দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুরে বিরোধপূর্ণ জমির বসত বাড়িতে অগ্নিকান্ড

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা দক্ষিন চাঁদপুরে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে বসত বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

এতে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দীর্ঘ ১৮ দিন ধরে কখনও খোলা আকাশের নীচে ও পরের বাড়িতে বসবাস করছে এক নীরীহ পরিবার। দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মৃত্য আবুল হোসেনের ছেলে মোমিনুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, আমি আমার ওয়ারিশ সুত্রে পাওয়া ঘর নির্মান করে বসবাস করে আসছিলাম।

গত ২০ নভেম্বর বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টার সময় প্রকাশ্যে দিনের বেলায় বসত ঘর পুড়িয়ে দেয় দক্ষিন চাঁদপুর গ্রামের মৃত্য নাজিম উদ্দিনের ছেলে নিজাম, হাসান ও সিংনগর গ্রামের তোতা বসত বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ করেছে মোমিনুল ইসলাম।

এ বিষয়ে মৃত্য নাজিম উদ্দীনের ছেলে নিজাম জানান, জমি আমার জমির দলিল ও খাজনা খারিজ সব আছে। তাই আমি ঘর ভেঙ্গে দিয়েছি। তবে বসত বাড়িতে কারা আগুন দিয়েছে আমার জানা নেই। এ ঘটনায় মোমিনুল ইসলাম কোন উপায়ন্তর না পেয়ে চুয়াডাঙ্গা সেনাবাহিনীর কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

দর্শনা সীমান্তে ৯ টি স্বর্নের বারসহ শ্যামপুর গ্রামের রুহুল আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে ৬ বিজিবি চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১ কোটি ৪৫ লাখ টাকা মূল্যের ৯ টি স্বর্নের বারসহ দর্শনা শ্যামপুর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে রুহুল আমিনকে (২১)আটক করা হয়েছে।

বিজিবি জানায় আজ রবিবার ৮ ডিসেম্ভর দুপুর আড়াইটার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবির) অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, পিএসসির নেতৃত্বে অভিযান চালায় দামুড়হুদার ডুগডুগি বাজারের পাকা রাস্তার উপর। এ সময় দর্শনা বিওপি’র টহল কমান্ডার নায়েক মোঃ জিয়াউর রহমান, পিবিজিএম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ সীমান্তের পিলার ৭৭/২-এস হতে আনুমানিক ০৫ কিঃ মিঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ডুগডুগি বাজার পাঁকা রাস্তার পার্শ্বে এ্যাম্বুশ করে। সে সময় বিজিবি সন্দেহভাজন একজন ব্যক্তিকে মোটরসাইকেল যোগে উক্ত এলাকা দিয়ে অতিক্রম করতে দেখে তাকে গতিরোধ করে। পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি পলায়নের চেষ্টা করলে টহল দল তাকে ধাওয়া করে মোটরসাইকেলসহ রুহুল আমিনকে আটক করে। পরে তার মোটরসাইকেলের অভিনব কায়দায় লুকানো হেড নাটের কভারের মধ্যে

কালো স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় আনুমানিক ১ কেজি ১৭৮ গ্রাম ওজনের ৯টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করে। যার আনুমানিক মৃল্য ১ কোটি ৪৫ লাখ টাকা।

আটককৃত আসামীকে দর্শনা থানায় হস্তান্তর পূর্বক জব্দকৃত স্বর্ণের বারগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এ ঘটনায় দর্শনা বিওপি’র টহল কমান্ডার নায়েক মোঃ জিয়াউর রহমান বাদি হয়ে রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছে।

অপরদিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবির) অধিনস্থ মুজিবনগর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্তের মেইন পিলার ১০৮/৩-এস হতে আনুমানিক ২০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নাজিরাকোনা মাঠের মধ্যে হাবিলদার মোঃ রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ৩৬ পিস ভারতীয় শাড়ী, ১৫ পিস থ্রীপিছ এবং ২৯ পিস শাল চাদর আটক করতে সক্ষম হয়। যার আনুমানিক মৃল্য ১০ লাখ টাকা।

দর্শনা বৃদ্ধাশ্রমে সুধীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌর এলাকার আনোয়ারপুর হটাৎপাড়ায় অবস্থিত সিনিয়র সিটিজেন হোম (বৃদ্ধাশ্রম) সুধীজনদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার বিকাল ৪ টায় বৃদ্ধাশ্রমে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সামাজিকভাবে পরিবার ও সমাজ দ্বারা অবহেলিত বাবা মায়েদের পাশে থাকা নিয়ে আলোচনা করেন। বর্তমান সমাজের বাবা মায়ের গুরুত্বের বাস্তব পরিস্থিতি বিষয়টি উঠে আসে। দায়িত্ব বোধের জায়গা থেকে সমাজের সিনিয়র বাবা মায়েরা যেন অবহেলার শিকার না হয় সে ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে। বাবা মায়ের আরো দায়িত্বশীল আচরণ করার উপর সামাজিক উদ্যোগ নেয়ার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

প্রাথমিকভাবে বৃদ্ধাশ্রমটিতে শুধুমাত্র বাবাদের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে মায়েদের জন্যেও ব্যবস্থা রাখা হবে। বৃদ্ধাশ্রমের প্রথম সদস্য ৭০ বছর বয়সী আবু যর গিফারী তার জীবনের নানান কথা তুলে ধরেন।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সিটিজেন হোম (বৃদ্ধাশ্রম) এর উদ্যোক্তা মোঃ সিরাজুল ইসলাম, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় আলহাজ্ব মশিউর রহমান, সাবেক কি রোজ কর্মকর্তা সমাজ সেবক খালেকুজ্জামান, সমাজসেবক মোঃ আসাদুজ্জামান, মহিউদ্দীন, নজরুল ইসলাম, দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি হারুনুর রশীদ,সমাজসেবক তরিকুল ইসলাম প্রমুখ।

দর্শনায় ফেনসিডিল ও ভুয়া সাংবাদিকসহ গ্রেফতার ৩

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানা পুলিশ ও ভ্রাম্যমান আদালতের বিশেষ অভিযান চালিয়ে মাদকসহ আটক ভুয়া সাংবাদিক চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী মঈন উদ্দিন চঞ্চল (৪২) কে ৫ দিনের কারাদন্ড দিয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) কে এইচ তাসফিকুর রহমান রায় প্রদান করেন।

৫ দিনের সাজা পাওয়া চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী মঈন উদ্দিন চঞ্চল চুয়াডাঙ্গা ভীমরুল্লার মৃত্য. বিশারত মন্ডলের ছেলে।

গতকাল শুক্রবার ভোরে দর্শন আকন্দবাড়িয়া গাংপাড়ায় ফেনসিডিল আনতে গিয়ে চঞ্চল পুলিশের হাতে আটক হয়।
থানা সূত্রে জানা গেছে, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে দর্শনা থানা পুলিশ সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে মাদক বিরোধী অভিযান চালায়। এ সময় আকন্দবাড়িয়া গাংপাড়ায় ফেনসিডিল সেবন করার সময় চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী চঞ্চলকে এক বোতল ফেনসিডিল সহ

পুলিশ চুয়াডাঙ্গা ভীমরুল্লার মঈন উদ্দিন চঞ্চলকে আটক করে। এ সময় নিজের অপরাধ আড়াল করতে চঞ্চল নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দেন ও তার মেয়ে কলেজে পড়েন বলে গ্রেফতার এড়ানোর চেষ্টা করেন।

পরে ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমান আদালত বসানো হয়। আদালতে চঞ্চল তার অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমাপ্রাপ্ত করেন। এ সময় ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) কে এইচ তাসফিকুর রহমান তাকে ৫ দিনের কারাদন্ডের আদেশ দেয়।

অপরদিকে দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে মাদক ও সাজাপ্রাপ্ত আসামীসহ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতার কৃত আসামী কুড়ালাগাছি ইউনিয়নের কুড়ালগাছি পশ্চিম পাড়ার রহিমের ছেলে সাজাপ্রাপ্ত আসামী জমশেদ (২৮)ও পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের নাস্তিপুর গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে মাদক মামলার পলাতক আসামী রাশেদ (১৮)কে গ্রেফতার করে।

আজ শনিবার ৩ জনকে দর্শনা থানা পুলিশ চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে সোপর্দ করেন।

আলমডাঙ্গা নাগরিক কমিটির আত্মপ্রকাশ

ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ ঘটিয়ে নতুনরুপে আলমডাঙ্গা গঠন করার লক্ষ্যে পেশাজীবি জনগোষ্ঠীদের অন্তর্ভুক্ত করে আত্মপ্রকাশ করল আলমডাঙ্গা নাগরিক কমিটি।

১৩১ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটিতে সাবেক আলমডাঙ্গা রেলওয়ে ষ্টেশন মাস্টার শামসুল হক টুকুকে আহ্বায়ক ও সমাজ কর্মী হাবিবুল করিম চনচলকে সদস্য সচিব করা হয়েছে। এ কমিটিতে তরুণ প্রজন্মের নেতৃস্থানীয়দের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ১১ টার দিকে স্থানীয় একটি কমিউনিটি সেন্টারে

এই আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী অধ্যাপক আঃ রাজ্জাক, হারুন অর রশীদ, আক্তার হোসেন, আবুল কালাম আজাদ, সাংবাদিক আনোয়ার হোসেন, সৈয়দ সাজেদুল হক মণি, শিক্ষক ইউনুস আলী, হাফিজুর রহমান, হাসান সাজীদ (হাবিব), মহসিন কামাল, আলিহিম, লিপন বিশ্বাস, সালমান স্বপন, রাজীব, মুন, নাসিম, মিন্টু, মিজান সহ দেড় শতাধিক নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

নাগরিক কমিটি গঠন অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন এমদাদ হোসেন, সার্বিক তত্তাবধানে ছিলেন খন্দকার হাবিবুল করিম চনচল ও বিশেষ সহযোগিতায় ছিল কলেজপাড়া কল্যাণ কমিটির সদস্যবৃন্দ।

দামুড়হুদায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিক্ষোভ মিছিল

ভারতের আগরতলাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে হামলার প্রতিবাদে দামুড়হুদায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ১১ টার সময় দামুড়হুদা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও সর্বস্তরের তাওহীদি জনতা’র আয়োজনে দামুড়হুদা স্টেডিয়াম মাঠ থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে বাসট্যান্ড চত্বরে এসে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা থানা বিএনপি’র সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য মোঃ রাসেদ হাসানের সঞ্চালনায় সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটির আহবায়ক আসলাম অর্ক, জেলা মুখ্য সংগঠক সজিব ইসলাম, জেলা সদস্য নাসিম বিশ্বাস, রাকিব হাসান, সবুজ ফাহাদ, রায়হান মোল্লা, রাব্বি সহ অসংখ্য ছাত্র ও তাওহীদি জনতা উপস্থিত ছিলেন।